তারিখ ... 11 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... 2 ...

কালের কণ্ঠ

প্রকাশনাশিল্প ও বইমেলায় বিরূপ প্রভাবের আশঙ্কা

আজিজুল পারভেজ ▷

একই দিন একজন প্রকাশককে হত্যা ও আরেকজন প্রকাশককে হত্যাচেষ্টার ঘটনা দেশের প্রকাশনা শিল্পে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। আগামী একুশে বইমেলায় নতুন বই প্রকাশ কমে যেতে পারে। প্রকাশক, লেখক ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে এ ধারণাই পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশনা বাংলা একাডেমির অমর একুশে গ্রন্থ মেলাকে কেন্দ্র করেই হয়। সাহিত্যের সব বই বইমেলাকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয়। মেলার বই প্রকাশের প্রস্তুতির সময় এখন। এ সময় দুইজন প্রকাশকের ওপর হামলার ঘটনা প্রকাশকদের ভাবিয়ে তুলেছে। বই প্রকাশের দায়ে লেখকরা আগে থেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন, তবে এই প্রথম প্রকাশকরা আক্রান্ত হলেন। এ ঘটনা প্রকাশকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এর প্রভাব নানামাত্রিক হতে পারে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা।

গত একুশে বইমেলা ভালো যায়নি। লাগাতার অবরোধের মধ্যে পড়েছিল। অনেকে আগামী মেলায় ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশক হত্যার ঘটনা এতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

বইপাড়া হিসেবে খ্যাত শাহবাগের আজিজ মার্কেটের প্রকাশক রবীন আহসান বলেন, প্রকাশক হত্যা ও হত্যাচেষ্টা প্রকাশকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে। নতুন বই প্রকাশ তো পরের কথা, অনেক প্রকাশক তাদের ইতিমধ্যে প্রকাশিত বই নিয়েই ভীতির মধ্যে রয়েছেন। অনেকেই লেখকের ওপর আস্থা রেখে বই প্রকাশ করতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনায় তাঁরা প্রকাশের আগে পাণ্ডুলিপি খুঁটিয়ে দেখবেন। ফলে অনেক ভালো বইও হয়তো প্রকাশিত হবে না।

প্রকাশক হত্যা

পলল প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী খান মাহবুবের মতে, প্রকাশক হত্যার ঘটনা প্রকাশনা শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। প্রথমত, আগামী বইমেলায় অংশগ্রহণের স্বতঃস্ফূর্ততা কমে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, লেখক-প্রকাশকদের মধ্যে শঙ্কা কাজ করবে। তৃতীয়ত, প্রকাশনা শিল্পে নতুন বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। তিনি বলেন, এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে সরকারকেই উদ্যোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইউপিএলের স্বত্বাধিকারী মহিউদ্দিন আহমদ মনে করেন, প্রকাশক হত্যার ঘটনা প্রকাশনা শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্সের স্বত্বাধিকারী সৈয়দ জাকির হোসাইন বলেন, 'প্রকাশক হত্যার ঘটনা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রকাশনা শিল্পে আর্থিক ঝুঁকি সব সময় থাকে। জীবনের ঝুঁকি এই প্রথম দেখলাম। এর কুপ্রভাব আগামী বইমেলায় পড়তে পারে।'

তরুণ কবি পিয়াস মজিদ বলেন, প্রকাশক হত্যার ঘটনা প্রকাশনা শিল্পে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। আগে অনেক সৃজনশীল মানুষ লাভ কম, ঝক্কি-ঝামেলা বেশি জানার পরও প্রকাশনা ব্যবসায় আসতেন। এখন জীবনের ঝুঁকিও যোগ হওয়ায় এ ব্যবসায় আসার আগে অনেকেই হিসাব করবেন। যেসব প্রকাশক টাকা খরচ করে নতুনদের বই প্রকাশ করতেন তাঁরাও অনেক হিসাবি হয়ে উঠতে পারেন।

কবি সরকার আমিন প্রকাশকের ওপর হামলার কারণে বইয়ের প্রকাশনা কমে যেতে পারে বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, ইন্টারনেট প্রযুক্তির প্রসারের কারণে বই কেনা ও বই পড়া এমনিতেই কমে আসছে। ডাউনলোড করে পড়ার প্রবণতা বাড়ছে। প্রকাশনা সহজ হওয়ায় প্রতিবছরই বিপুলসংখ্যক বই বের হচ্ছে। এবারও তা-ই হবে। তাঁর মতে, লেখক ও প্রকাশকের ওপর হামলার ঘটনায় বইয়ের প্রকাশনা বেড়েও যেতে পারে।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান মনে করেন, প্রকাশক হত্যা ও হত্যাচেষ্টার ঘটনার প্রভাব কিছু হলেও বইমেলার ওপর পড়তে পারে। তাই এখন থেকেই সতর্কতামূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

প্রকাশক হত্যাকে মুক্তচিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আগ্রাসন অভিহিত করে তিনি বলেন, গোটা সংস্কৃতি জগৎ এক হয়ে যদি বলে, এ আগ্রাসন সহ্য করা হবে না, যদি রুখে দাঁড়ায় তাহলে আকস্মিক আক্রমণ রুখে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু হত্যার বিচার হয় না বলেই মানুষ রুখে দাঁড়ানোর প্রবণতা দেখায় না। বিচার হলে তারা প্রতিরোধে সক্রিয় হবে।

এদিকে ঘাতকের হামলায় তছনছ হয়ে গেছে জাগৃতি ও শুদ্ধস্বরের বইমেলার প্রস্তুতি। নিহত প্রকাশক ফয়সল আরেফিন দীপনের জাগৃতি প্রকাশনী গত বইমেলায় ৭১টি বই প্রকাশ করেছিল। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক আলাউদ্দিন জানান, বইমেলার প্রস্তুতি নিয়েই দীপন ব্যস্ত ছিলেন। পাণ্ডুলিপি বাছাই, কম্পোজ, সম্পাদনার কাজ চলছিল। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ৩১ অক্টোবরের পর থেকে যেখানে দীপনকে হত্যা করা হয় সেটি সিলগালা করে রাখা হয়েছে।